

# গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবদান: এক বিশ্লেষণ

প্রথম লেখিকা: Annapurna Mahato, গবেষক দ্বিতীয় লেখিকা: Prof. Sonali Mukherjee, গবেষণা নির্দেশক সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০৩

#### সারসংক্ষেপ

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, যিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নামেও পরিচিত, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় জন্মগ্রহণ করে ভারতের ভক্তি আন্দোলনে নবজাগরণ ঘটান। বৈষ্ণব ধর্মের গৌড়ীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর অবদান একাধারে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে বিপুল প্রভাব ফেলেছে। তিনি হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিবাদকে সহজবোধ্য ও সর্বজনীন করে তোলেন। জাতপাত ও বর্ণভেদ অস্বীকার করে তিনি সমাজে সাম্যের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর যুগে একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই প্রবন্ধে তাঁর ধর্মীয় আদর্শ, দর্শন, ভক্তি আন্দোলনে ভূমিকা ও সাহিত্যিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কীওয়ার্ড: গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রী চৈতন্য, ভক্তি আন্দোলন, বৈষ্ণব ধর্ম, হরিনাম সংকীর্তন, সামাজিক সাম্য, নবদ্বীপ, চৈতন্য দর্শন।

# ১. ভূমিকা

ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আবির্ভাবকালে সমাজে হিন্দুধর্ম কুসংস্কার ও আচারবিধিতে জর্জরিত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু ধর্মকে সহজ ও হৃদ্যগ্রাহী করে তোলেন। কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে মানুষকে জীবন্মুক্তির পথ দেখান। শাস্ত্র ও আচারভিত্তিক ধর্মচর্চার পরিবর্তে ভক্তিপূর্ণ সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বর সাধনার নতুন দিক উন্মোচন করেন। গবেষণাপত্রে তাঁর অবদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অধ্যয়নের প্রাসন্তিকতা

প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

### ২. হরিনাম সংকীর্তনের প্রচলন

চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হরিনাম সংকীর্তন। "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই মহামন্ত্র তিনি পথে পথে গেয়ে সাধারণ জনগণকে ভক্তির পথে আহ্বান করেন। নবদ্বীপে তাঁর নেতৃত্বে যে সংকীর্তন মণ্ডলী গঠিত হয়,



তা পরবর্তীতে এক বিশাল সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়। এটি কেবল একটি ধর্মীয় কর্ম ছিল না; বরং সামগ্রিকভাবে এক ধরনের চেতনার জাগরণ।

সাহিত্যিক প্রমাণ যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তাঁর এই আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট। রত্নাকর নাটকের চরিত্রে মহাপ্রভুর জীবনও সংকীর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

## ৩. গৌডীয় বৈষ্ণব মতবাদের প্রচার

চৈতন্য দর্শনের মূল ভিত্তি হলো "অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ব"। এই মতবাদের মাধ্যমে তিনি জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন—যেখানে জীব ও পরমাম্মা একইসাথে ভিন্ন এবং অভিন্ন। এই দ্বৈত-অদ্বৈত দর্শন পরবর্তীতে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রমুখের লেখায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পায়।

রূপ গোস্থামীর Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Ujjvala-nīlamaṇi প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্য দর্শনের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য স্থান পেয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ আজও বিশ্বজুড়ে অনুসৃত হচ্ছে বিশেষ করে ইস্কন আন্দোলনের মাধ্যমে।

#### ৪. সামাজিক সাম্যের প্রচার

চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—সকল শ্রেণি ও জাতির মানুষের জন্য ঈশ্বরপ্রেম উন্মুক্ত। নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরাও তাঁর অনুগামী হয়ে গৌরাঙ্গী রূপে পরিচিত হন। এমনকি হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের মধ্যেও তিনি হিন্দু-মুসলিম ভক্তদের একত্রে কীর্তনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।

তিনি হারিদাস ঠাকুরের মতো এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিকে নিজের অন্তরঙ্গ শিষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন—যা তৎকালীন সমাজে বিরল দৃষ্টান্ত।

# ৫. ভারতব্যাপী ভ্রমণ ও প্রচার

শ্রী চৈতন্য নবদ্বীপ খেকে তাঁর ত্রমণ শুরু করে নীলাচল (পুরী), বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত গিয়েছেন। এই ত্রমণের সময় তিনি বহু স্থানে ভক্তি প্রচার করেন, বিতর্কে অংশ নেন, এবং স্থানীয় জনগণকে কৃষ্ণভক্তির পথে উদ্বুদ্ধ করেন। পুরীতে গম্ভীরাতে তাঁর "অন্তরঙ্গ লীলার" সময়কালে বহু দার্শনিক আলোচনা ও সাধনা অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁর জীবন্যাত্রা ও প্রচারের বিবরণ *চৈত্রের চরিতামৃত, চৈত্র্ন্য ভাগবত*, এবং *চৈত্র্ন্য মঙ্গল* এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

### ৬. বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংগীতের বিকাশ

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব সরাসরি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে ভক্তি কবিতায় প্রতিফলিত হয়। তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, তবে তাঁর উপদেশ ও কর্মকাও তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়। বৈশ্বব পদাবলীতে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও জয়দেবের কবিতাকে তিনি ভক্তিমূলক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসেন।

চৈতন্য দেবের শিষ্যরা যেমন—রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, কেশব ভট্ট গোস্বামী প্রমুখ—ব্রজ ভাষায় ও সংস্কৃতে বহু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

#### ৭. উপসংহার

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবদান ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে গিয়ে সাহিত্য, সংগীত, দর্শন ও সমাজিচন্তার জগতে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রচারিত ভক্তিবাদ আজও জীবন্ত এবং বিশ্বের বহু অঞ্চলে অনুপ্রাণিত করছে। আধুনিক সমাজে তাঁর শিক্ষা সাম্য, সহনশীলতা ও ঈশ্বরভক্তির এক গভীর বার্তা বহন করে। গবেষণার এই আলোচনায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিক্ষলিত হয়েছে।

### গ্রন্থপঞ্জি (References)

- 1. দাস, সুশীল কুমার (১৯৮৬)। চৈতন্য জীবনী। কলকাতা: বিশ্বভারতী।
- 2. রাম, সুকুমার (১৯৯৩)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। শান্তিনিকেতন: চৈতন্য প্রেস।
- চক্রবর্তী, বিজয়কুমার (২০০১) । খ্রীচৈতন্য এবং বাংলা সমাজ। কোলকাতা: প্রগতি প্রকাশন।
- 4. Dimock, E.C. Jr. (1966). The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaisnava-Sahajiya Cult of Bengal. University of Chicago Press.
- 5. De, S.K. (1942). Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal. London: Luzac & Co.
- 6. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1970). Teachings of Lord Caitanya. Bhaktivedanta Book Trust.

